

প্রিমিয়ার ভার্শিটিতে আইআরপি রিসার্চ গ্রান্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন্স (আইআরপি) আয়োজিত 'ক্যাটালাইজিং ইনোভেশন থ্রু রিসার্চ: আইআরপি রিসার্চ গ্রান্ট ২০২৫-২০২৬ অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি' গত ৭ জুলাই জিইসি মোড়স্থ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক এস. এম. নছরুল কাদির। বিশেষ অতিথি ছিলেন ট্রেজারার অধ্যাপক ড. জাহেদ হোসাইন সিকদার এবং রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ ইফতেখার মনির। সভাপতিত্ব করেন আইআরপির ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ফারজানা ইয়াসমিন চৌধুরী।

অনুষ্ঠান সম্বলন করে আইআরপির সহকারী পরিচালক সামিনা আলম। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, গবেষণার উৎকর্ষ সাধন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাবান্ধব পরিবেশ আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আইআরপির অর্থবছরের জন্য প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদের কাছ থেকে গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বান করে। আহ্বানে মোট ১৮টি গবেষণা প্রকল্প জমা পড়ে। পরবর্তীতে বিশেষজ্ঞ রিভিউয়ার, আইআরপি রিভিউ কমিটি এবং এথিক্স রিভিউ বোর্ডের নিবিড় মূল্যায়ন ও যাচাই-বাছাই শেষে ১৬টি প্রকল্প অনুমোদন পায়। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে ১৩টি গবেষণা প্রকল্পকে আইআরপি রিসার্চ গ্রান্ট প্রদান করা হয়।

প্রধান অতিথি বলেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ও সুনাম নির্ভর করে গবেষকদের গবেষণাকর্মের ওপর। এই গবেষণাকর্মের কারণে গবেষকরাও উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। আমি বিশ্বাস করি, আজকে যারা রিসার্চ গ্রান্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, তাঁরা তাদের গবেষণাকর্ম সঠিক সময়ে সম্পাদন করে ইউনিভার্সিটিকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। তিনি গবেষকদের আন্তর্গতীয় গবেষণা, আন্তর্জাতিক প্রকাশনা এবং গবেষণার বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে তিনি আইআরপির গবেষণা কার্যক্রমকে আরও সম্প্রসারণের আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং গবেষকদের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ট্রেজারার অধ্যাপক ড. জাহেদ হোসাইন সিকদার বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভিত্তি হলো গবেষণা। গবেষণা বিভিন্ন পর্যায়ের হতে পারে। প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি প্রজেক্ট আহ্বানের মাধ্যমে গবেষণা পরিচালনা করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার মানোন্নয়ন, বৈশ্বিক স্বীকৃতি অর্জন এবং বৈশ্বিক র‍্যাঙ্কিংয়ে অগ্রগতির জন্য মানসম্পন্ন গবেষণার বিকল্প নেই।

বিশেষ অতিথি রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ ইফতেখার মনির গবেষণা প্রস্তাবনা ও গবেষণাকর্ম প্রণয়নের অভিজ্ঞতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আইআরপির এ উদ্যোগ শিক্ষকদের গবেষণায় উৎসাহিত করবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সভাপতির বক্তব্যে আইআরপির ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ফারজানা ইয়াসমিন চৌধুরী বলেন, গবেষণার গুণগত মান নিশ্চিত করতে আইআরপি একটি স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছে। তিনি গবেষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, এই গবেষণা অনুদান যেন উচ্চমানের গবেষণা, আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশনা এবং সমাজকল্যাণে কার্যকর অবদান রাখার মাধ্যমে যথার্থভাবে মূল্যায়িত হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



‘ক্যাটালাইজিং ইনোভেশন থ্রু রিসার্চ: আইআরপি রিসার্চ গ্রান্ট ২০২৫-২০২৬ অ্যাওয়ার্ড সেরিমনিতে অতিথিবৃন্দ

প্রিমিয়ার ভার্চুয়ালিটে আইআরপি রিসার্চ গ্রান্ট এওয়ার্ড প্রদান

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন্স (আইআরপি) আয়োজিত ‘ক্যাটালাইজিং ইনোভেশন থ্রু রিসার্চ: আইআরপি রিসার্চ গ্রান্ট ২০২৫-২০২৬ অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি’ গত ৭ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের জিইসি মোডস্‌ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক এস. এম. নছরুল কাদির। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. জাহেদ হোসাইন সিকদার এবং রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ ইফতেখার মনির। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইআরপির ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ফারজানা ইয়াসমিন চৌধুরী। সম্বালনা করেন আইআরপির সহকারী



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে আইআরপি রিসার্চ গ্রান্ট এওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন উপাচার্য অধ্যাপক এস. এম. নছরুল কাদির

পরিচালক সামিনা আলম। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, গবেষণার উৎকর্ষ সাধন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাবান্ধব পরিবেশ আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আইআরপি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদের কাছ থেকে গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বান করে। আহ্বানে মোট ১৮টি গবেষণা প্রকল্প জমা পড়ে। পরবর্তীতে বিশেষজ্ঞ রিভিউয়ার, আইআরপি রিভিউ কমিটি এবং এথিক্স রিভিউ বোর্ডের নিবিড় মূল্যায়ন ও যাচাই-বাছাই শেষে ১৬টি প্রকল্প অনুমোদন পায়। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে ১৩টি গবেষণা প্রকল্পকে আইআরপি রিসার্চ গ্রান্ট প্রদান করা হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক এস. এম. নছরুল কাদির বলেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ও সুনাম নির্ভর করে গবেষকদের গবেষণাকর্মের ওপর। এই গবেষণাকর্মের কারণে গবেষকরাও উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ট্রেজারার অধ্যাপক ড. জাহেদ হোসাইন সিকদার বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভিত্তি হলো গবেষণা। গবেষণা বিভিন্ন পর্যায়ের হতে পারে। প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি প্রজেক্ট আহ্বানের মাধ্যমে গবেষণা পরিচালনা করছে। আমি মনে করি, যেকোনো গবেষণা বাস্তবে প্রতিফলিত করা গেলেই তা সার্থক। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার মানোন্নয়ন, বৈশ্বিক স্বীকৃতি অর্জন এবং বৈশ্বিক র‍্যাঙ্কিংয়ে অগ্রগতির জন্য মানসম্পন্ন গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, শিক্ষক, গবেষক, আইআরপির কর্মকর্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।-বিজ্ঞপ্তি



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে আইআরপি রিসার্চ গ্রান্ট ২০২৫-২০২৬ অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক এস. এম. নছরুল কদির ও অন্যরা

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে আইআরপি রিসার্চ গ্রান্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন্স (আইআরপি) আয়োজিত ‘ক্যাটালাইজিং ইনোভেশন থ্রু রিসার্চ: আইআরপি রিসার্চ গ্রান্ট ২০২৫-২০২৬ অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি’ ৭ জুলাই বিকেল ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জিইসি মোড়স্থ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক এস. এম. নছরুল কদির। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. জাহেদ হোসাইন সিকদার এবং রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ ইফতেখার মনির। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইআরপির ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ফারজানা ইয়াসমিন চৌধুরী। সম্বালনা করেন আইআরপির সহকারী পরিচালক সামিনা আলম।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, গবেষণার উৎকর্ষ সাধন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাবান্ধব পরিবেশ আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আইআরপি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদের কাছ থেকে গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বান করে। আহ্বানে মোট ১৮টি গবেষণা প্রকল্প জমা পড়ে। পরবর্তীতে বিশেষজ্ঞ রিভিউয়ার, আইআরপি রিভিউ কমিটি এবং এথিক্স রিভিউ বোর্ডের নিবিড় মূল্যায়ন ও যাচাই-বাছাই শেষে ১৬টি প্রকল্প অনুমোদন পায়। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে ১৩টি গবেষণা প্রকল্পকে আইআরপি রিসার্চ গ্রান্ট প্রদান করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক এস. এম. নছরুল কদির বলেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ও সুনাম নির্ভর করে গবেষকদের গবেষণাকর্মের ওপর। এই গবেষণাকর্মের কারণে গবেষণার ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। আমি বিশ্বাস করি, আজকে যারা রিসার্চ গ্রান্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, তাঁরা তাঁদের গবেষণাকর্ম সঠিক সময়ে সম্পাদন করে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

তিনি গবেষকদের আন্তঃবিষয়ক গবেষণা, আন্তর্জাতিক

প্রকাশনা এবং গবেষণার বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে তিনি আইআরপির গবেষণা কার্যক্রমকে আরও সম্প্রসারণের আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং গবেষকদের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ট্রেজারার অধ্যাপক ড. জাহেদ হোসাইন সিকদার বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভিত্তি হলো গবেষণা। গবেষণা বিভিন্ন পর্যায়ের হতে পারে। প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি প্রজেক্ট আহ্বানের মাধ্যমে গবেষণা পরিচালনা করছে। আমি মনে করি, যেকোনো গবেষণা বাস্তবে প্রতিফলিত করা গেলেই তা সার্থক। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার মানোন্নয়ন, বৈশ্বিক স্বীকৃতি অর্জন এবং বৈশ্বিক র‍্যাঙ্কিংয়ে অগ্রগতির জন্য মানসম্পন্ন গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

বিশেষ অতিথি রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ ইফতেখার মনির তাঁর বক্তব্যে গবেষণা প্রস্তাবনা ও গবেষণাকর্ম প্রণয়নের অভিজ্ঞতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি গবেষণাবান্ধব একটি একাডেমিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে। আইআরপির এ উদ্যোগ শিক্ষকদের গবেষণায় আরও উৎসাহিত করবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সভাপতির বক্তব্যে আইআরপির ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ফারজানা ইয়াসমিন চৌধুরী বলেন, গবেষণার গুণগত মান নিশ্চিত করতে আইআরপি একটি স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছে।

তিনি গবেষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, এই গবেষণা অনুদান যেন উচ্চমানের গবেষণা, আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশনা এবং সমাজকল্যাণে কার্যকর অবদান রাখার মাধ্যমে যথার্থভাবে মূল্যায়িত হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, শিক্ষক, গবেষক, আইআরপির কর্মকর্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞপ্তি



দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনাল

সুপ্রভাত

সুপ্রভাত বাংলাদেশ | SUPROBHAT BANGLADESH

suprabhat.com | esuprabhat.com | facebook.com/suprabhat

অপ্রচলিত বাজারে পোশাক রপ্তানি
কমেছে ৪.২৫ শতাংশদশ হাজার মানুষের
চরম দুর্ভোগ“বিশ্বকাপ আর্জেন্টিনার
জন্যই নিষিদ্ধ”সামর্থ্য অনুযায়ী বানভাসি মানুষের পাশে দাঁড়ান
টানা কয়েকদিনের কোর্সে জায়গা সর্বত্র উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য
প্রস্তুতি নেওয়া হবে

প্রকাশিত ২ পৃষ্ঠা : ২



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে আইআরপি রিসার্চ গ্রান্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক এসএম নজরুল কদির ও অন্যান্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের মূলভিত্তি গবেষণা : উপাচার্য

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন (আইআরপি) আয়োজিত ‘ক্যাটালোজিং ইনোভেশন থ্রু রিসার্চ : আইআরপি রিসার্চ গ্রান্ট ২০২৫-২০২৬ অ্যাওয়ার্ড সেরামিনি’ ৭ জুলাই বিকেল ৩টা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিইসি মোড়স্থ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক এস. এম. নজরুল কদির। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. জাহেদ হোসাইন সিকদার এবং রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ ইফতেখার মনির। সভাপতিত্ব করেন আইআরপির ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ফারজানা ইয়াসমিন চৌধুরী। সম্মেলনা করেন আইআরপির সহকারী পরিচালক সামিনা আলম। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, গবেষণার উৎকর্ষ সাধন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাবান্ধব পরিবেশ আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আইআরপি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদের কাছ থেকে গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বান করে। আহ্বানে মোট ১৮টি গবেষণা প্রকল্প জমা পড়ে। পরে বিশেষজ্ঞ রিভিউয়ার, আইআরপি রিভিউ কমিটি এবং এথিক্স রিভিউ বোর্ডের নিবিড় মূল্যায়ন ও যাচাই-বাছাই শেষে ১৬টি প্রকল্প অনুমোদন পায়। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে ১৩টি গবেষণা প্রকল্পকে আইআরপি রিসার্চ গ্রান্ট প্রদান করা হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক এস. এম. নজরুল কদির বলেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডব্লিউই সমৃদ্ধি ও সুনাম নির্ভর করে গবেষকদের গবেষণাকর্মের ওপর। গবেষণা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভিত্তি। এই গবেষণাকর্মের কারণে গবেষকরাও উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। আমি বিশ্বাস করি, আজকে যারা রিসার্চ গ্রান্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, তারা তাদের গবেষণাকর্ম সঠিক সময়ে সম্পাদন করে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। তিনি গবেষকদের আন্তর্জাতিক গবেষণা, আন্তর্জাতিক প্রকাশনা এবং গবেষণার বাস্তব

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে আইআরপি রিসার্চ গ্রান্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান

প্রয়োগ নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে তিনি আইআরপির গবেষণা কার্যক্রমকে আরও সম্প্রসারণের আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং গবেষকদের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ট্রেজারার অধ্যাপক ড. জাহেদ হোসাইন সিকদার বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভিত্তি হলো গবেষণা। গবেষণা বিভিন্ন পর্যায়ে হতে পারে। প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি প্রজেক্ট আহ্বানের মাধ্যমে গবেষণা পরিচালনা করছে। আমি মনে করি, যেকোনো গবেষণা বাস্তবে প্রতিফলিত করা গেলেই তা সার্থক। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার মানোন্নয়ন, বৈশ্বিক স্বীকৃতি অর্জন এবং বৈশ্বিক র‍্যাঙ্কিংয়ে অগ্রগতির জন্য মানসম্পন্ন গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। বিশেষ অতিথি রেজিস্ট্রার জনাব মোহাম্মদ ইফতেখার মনির তাঁর বক্তব্যে গবেষণা প্রস্তাবনা ও গবেষণাকর্ম প্রণয়নের অভিজ্ঞতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি গবেষণাবান্ধব একটি একাডেমিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে। আইআরপি এ উদ্যোগ শিক্ষকদের গবেষণায় আরও উৎসাহিত করবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সভাপতির বক্তব্যে আইআরপির ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জনাব ফারজানা ইয়াসমিন চৌধুরী বলেন, গবেষণার গুণগত মান নিশ্চিত করতে আইআরপি একটি স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছে। তিনি গবেষকদের উদ্দেশে বলেন, এই গবেষণা অনুদান যেন উচ্চমানের গবেষণা, আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশনা এবং সমাজকল্যাণে কার্যকর অবদান রাখার মাধ্যমে যথাযথভাবে মূল্যায়িত হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, শিক্ষক, গবেষক, আইআরপির কর্মকর্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞপ্তি